বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এর পরিচিতি ও সাফল্য

কৃষি গবেষণার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ১৯৭৩ সালের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Presidential Order No. ৩২ অর্ডিন্যান্স জারি করেন যার ফলে কৃষি গবেষণা এবং কৃষি ব্যবস্হার আমূল পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয় এবং কৃষি গবেষণার উন্নয়ন ও সমন্বিত কার্যক্রমের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং-৬২ এর মাধ্যমে 'ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালার (রিসার্চ এন্ড এডুকেশন)' এর বিলুপ্তি ঘোষণা করে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের সর্ববৃহৎ বহুবিধ ফসলের গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান দানা ফসল, কন্দাল ফসল, তেল ফসল, ডাল ফসল, সবজি, ফুল ও ফল, মসলা ফসল ইত্যাদির উচ্চ ফলনশীল জাত ও এসব জাতের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে তা সম্প্রসারণকর্মী, কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মী ও কৃষকের নিকট হস্তান্তরের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে থাকে। এই ইনস্টিটিউটের গবেষণা পরিধি ব্যাপক। উদ্ভিদ প্রজনন, ফসলের পরিচর্যা, রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করা, জৈব প্রযুক্তি প্রযোগ করে ফসলের কাঙ্খিত জাত উদ্ভাবন, মৃত্তিকা ও সেচ ব্যবস্থাপনা, কৃষি যন্ত্রপাতি, উন্নত ফসল বিন্যাস ও খামার পদ্ধতি উন্নয়ন, শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তির আর্থসামাজিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি এই ইনস্টিটিউটের গবেষণার আওতাভুক্ত।

বারি এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের ৩৯৬টি উচ্চ ফলনশীল জাত এবং ৪৫৪টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তিসহ মোট ৮৫০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান মহাজোট সরকারের বিগত সাড়ে চার বছরে বিভিন্ন ফসলের ৯০টি উন্নত জাত এবং ১০৭টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তিসহ মোট ১৯৭টি প্রযুক্তি বিএআরআই উদ্ভাবন করেছে।

দানা জাতীয় ফসল

গমঃ গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। স্বাধীনতার পর এদেশে খুব অল্প পরিমান জমিতে গম উৎপাদিত হত। গবেষণার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে গমের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। নব্বই দশকের শেষে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৮-৯৯ সালে) সর্বোচ্চ প্রায় ৮.৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১৯ লক্ষ মেট্রিক টন গম উৎপাদিত হয়। পরবর্তী সময়ে নানা কারণে ক্রমাগতভাবে গম চাষের জমি হ্রাস পেতে থাকে। উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তির প্রয়োগ, লবণাক্ততা ও তাপ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের ফলে বর্তমানে (২০১২-১৩) উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৫৫ লক্ষ টনে উন্নীত হয়েছে। বিএআরআই এ পর্যন্ত গমের ২৮টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। বর্তমান সরকারের সাড়ে চার বছরে গমের ৪টি নতুন জাত উদ্ভাবিত হয় (বারি গম ২৫, বারি গম ২৬, বারি গম ২৭, বারি গম ২৮)। বারি গম ২৫ তাপ ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু, বারি গম ২৬ তাপ সহিষ্ণু , বারি গম ২৭ Stem rust race UG 99 প্রতিরোধী এবং বারি গম ২৮ স্বল্প মেয়াদি (১০২-১০৮ দিন) ও তাপ

সহিষ্ণু। নতুন উদ্ভাবিত এ জাতগুলোর ফলন হেক্টরে প্রায় ৪.৫-৫.০ টন। দেশের দক্ষিনাঞ্চলের বিস্তীর্ন এলাকায় এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে এ জাতগুলোর আবাদ বৃদ্ধি করার ব্যাপক সম্ভাবনা আছে।

উপকুলীয় অঞ্চলে বিএআরআই উদ্ভাবিত গমের নতুন জাতের আবাদ

ট্রিটিকেলীঃ এ সময়ে ট্রিটিকেলীর ২ টি জাত (বারি ট্রিটিকেলী-১ ও বারি ট্রিটিকেলী-২) উদ্ভাবিত হয়। এ জাতগুলো অধিক ফলনশীল (৪.২-৪.৫ টন/হেক্টর), খরা সহিঞ্চু এবং ফডার বা পশুখাদ্য (১০-১১ টন/হেক্টর) হিসেবেও আবাদ করা যায়।

ভুট্টাঃ ভুট্টা একটি অতি উচ্চ ফলনশীল ফসল। দেশে পোলট্রি শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে ভুট্টার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে (২০১২-১৩) দেশে ২১.৭৮ লক্ষ মে. টন ভুট্টা উৎপাদন হয়। বিএআরআই এ পর্যন্ত ১১টি হাইব্রিড জাত সহ মোট ১৯টি জাত উদ্ভাবন করেছে। বর্তমান সরকারের সময়ে ভুট্টার ২টি হাইব্রীড জাত- বারি হাইব্রীড ভুট্টা ১০ ও বারি হাইব্রীড ভুট্টা ১১ উদ্ভাবিত হয় এবং ফলন ১০-১১ টন/হেক্টর। এছাড়াও এ সময়ে বেবীকর্ণের ১টি জাত উদ্ভাবিত হয়।

বারি হাইব্রীড ভুট্টা ১০

বারি হাইব্রীড ভুট্টা ১১

কন্দাল ফসল

কন্দাল ফসলের মধ্যে আলু, মিষ্টি আলু এবং কচু খাদ্য ও সবজির ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কন্দাল ফসলের মধ্যে আলু, মিষ্টি আলু এবং কচু খাদ্য ও সবজির ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫.৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে কন্দাল ফসলের চাষ করা হয় যার বার্ষিক উৎপাদন ৯৫ লক্ষ টন। বিএআরআই এ পর্যন্ত মোট ৫৬টি উচ্চ ফলনশীল আলুর জাত উদ্ভাবন করেছে যার মধ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে ১৭টি জাত (বারি আলু-৩০ থেকে বারি আলু-৪৬) উদ্ভাবিত হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি জাত (বারি আলু ৩৫, বারি আলু ৩৬, বারি আলু ৩৭, বারি আলু ৪০ ও বারি আলু ৪১) বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সংকরায়নের মাধ্যমে ক্লোনাল হাইব্রীড জাত হিসেবে অবমুক্ত করা হয়। নতুন উদ্ভাবিত জাতগুলোর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ টন যা বর্তমানে প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে ২০-৩০% বেশী। এসব জাতের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী। এদের মধ্যে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য জাতও রয়েছে। বর্তমানে আলুর উৎপাদন এলাকার প্রায় ৮০ শতাংশ জমিতে বিএআরআই উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষাবাদ হচ্ছে।

বারি আলু ৩৫

বারি আলু ৩৬

বারি আলু ৩৭

ডাল জাতীয় ফসল

বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আমিষের প্রধান উৎস ডাল। বর্তমানে (২০১২-১৩) ৭.৬৭ লক্ষ টন ডাল উৎপাদিত হয়। জমির স্বল্পতা, ডাল ফসলের কম উৎপাদনশীলতা, উন্নত জাতের অপ্রতুল ব্যবহার এবং উৎপাদন কলাকৌশল যথাযথভাবে প্রয়োগ না করাই ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়। বিএআরআই ৬টি ডাল ফসলের ৩১টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করছে যার মধ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে ৪টি নতুন জাত (বারি মসুর- ৭, বারে খেসারী-৩, বারি ছোলা-৯ ও বারি ফিল্ড পি-১) উদ্ভাবিত হয়। । সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন মসুর, মুগ ও ছোলার জাত চাষ করে ২৫-৩০% ডালের ফলন বাড়ানো সম্ভব।

তেল জাতীয় ফসল

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে তেল ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে (২০১২-১৩) প্রায় ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন তৈল বীজ উৎপাদিত হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। বিএআরআই এ পর্যন্ত ৮টি তৈলবীজ ফসলের ৪০ টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে যার মধ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে ৪টি নতুন জাত (বারি সরিষা- ১৬, বারি চীনাবাদাম-৯, বারি তিল-৪ ও বারি সয়াবিন-৬) উদ্ভাবিত হয়। বারি সরিষা- ১৬ একটি উচ্চ ফলনশীল জাত, দেশের লবণাক্ত ও খরাপ্রবণ এলাকাতেও ভাল ফলন দিতে সক্ষম। উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প মেয়াদী সরিষার জাত বারি সরিষা-১৪ ও বারি সরিষা-১৫, রোপা আমন - বোরো ধান শস্য বিন্যাসে অর্ন্তভুক্ত করে সরিষার উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। কৃষকের জমিতে জনপ্রিয় এ জাত দুটির সন্তোষজনক ফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।

বারি সরিষা ১৬

সবজী

সবজি খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ সমৃদ্ধ খাদ্য যা মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক সবজির চাহিদা ২২০ গ্রাম অথচ সরবরাহ মাত্র ৬০ গ্রাম। সবজির ঘাটতি পূরণের জন্য বিএআরআই এ পর্যন্ত ২৯টি সবজী ফসলের মোট ৮৫ টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্ন শাক সব্ঝীর ১৮টি জাত উদ্ভাবিত হয়। এর মধ্যে বেগুনের দুটি হাইব্রিড ও গ্রীষ্মকালীন টমেটোর দুটি হাইব্রিড জাতও রয়েছে। গ্রীষ্মকালীন টমেটোর আবাদ করে সারা বছর টমেটোর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং অমৌসুমে টমেটোর আমদানি নির্ভরতা কমানো সম্ভব হয়েছে।

বারি হাইব্রীড টমেটো ৭

বারি হাইব্রীড টমেটো ৮

ফল

সবজির মত ফল খাদ্য প্রাণ ও খণিজ সম্পৃক্ত খাদ্য যা মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য। মাথাপিছু দৈনিক ৮৫ গ্রাম ফলের চাহিদার বিপরীতে দেশীয় উৎপাদন থেকে আসে মাত্র ৩৫ গ্রাম। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ যাবৎ ২৬ টি ফল ফসলের ৬২টি উন্নত জাতসহ ফল উৎপাদনের বেশ কিছু কলাকৌশল উদ্ভাবন করেছে। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্ন ফলের ২০টি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে যার মধ্যে আমের ৬টি, লিচুর ১টি, কাঠালের ১টি, কমলার ১টি, কুলের ১টি ও মাল্টার ১টি জাত উল্লেখযোগ্য।

বারি আম ৯

বারি আম ১০

ফুল

আমাদের দেশে ফুলের গবেষণা একটি নতুন অধ্যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এই ক্ষেত্রটির সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিএআরআই বিভিন্ন ফুলের ১৬ টি জাত উদ্ভাবন করে যার মধ্যে গত সাড়ে ৪ বছরে ফুলের ১৩টি উন্নত জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব জাতের মধ্যে চন্দ্রমল্লিকার ২টি, এ্যালপেনিয়ার ১টি, গাঁদার ১টি, লিলির ১টি, ডালিয়া ও জারবেরার ২টি ও গ্লাডিওলাসের ৩টি জাত উল্লেখযোগ্য।

ডালিয়া

লিলি

জারবেরা

মসলা জাতীয় ফসল

বাংলাদেশে মসলা খুবই জনপ্রিয়। বর্তমানে (২০১১-১২) প্রায় ২৯.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রকার মসলা উৎপাদিত হয়। বিএআরআই তে মসলা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের পর পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, আদা, হলুদ ইত্যাদি ফসলের ২২টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যার মধ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে ৫টি নতুন জাত (বারি মরিচ-২, বারে আদা-১, বারি কালোজিরা-১, বারি হলুদ-৪ ও বারি হলুদ-৫) উদ্ভাবিত হয়।

বারি মরিচ ২

বারি আদা ১

কৃষি যন্ত্রপাতি

বাংলাদেশে বর্তমানে কৃষি শ্রমিকের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সময় ও শ্রম সাশ্রয় কৃষি কাজ লাভ জনক করার জন্য গবেষণার মাধ্যমে ৩৩টি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিএআরআই গত সাড়ে ৪ বছরে ৯টি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে হাইস্পীড রোটারি টিলার, পাওয়ার টিলার চালিত ইনক্লাইন্ড প্লেট সিডার, বেড প্লান্টার, গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র, শক্তি চালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, শক্তি চালিত শস্য মাড়াই যন্ত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যা কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। কৃষিকাজে এ সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন সময়ের সাশ্রয় হবে অপরদিকে কৃষি উৎপাদন ব্যয়ওহ্রাস পাবে এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

বারি উদ্ভাবিত গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র

ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি

বর্তমান সরকারের সময়ে বিএআরআই ফসল, পানি, সার ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, রোগ ও পোকা মাকড় দমন, জীব প্রযুক্তি, হাইড্রোপোনিক, আইপিএমসহ ফসল, মৃত্তিকা, পানি, রোগ ও পোকা মাকড় দমন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৯৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ সকল প্রযুক্তি প্রতিকূল পরিবেশে বিশেষ করে, লবণাক্ত, খরা, জলাবদ্ধতা, পাহাড়ী এলাকা ও চরাঞ্চলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

বালাইনাশক এর ব্যবহার হ্রাস করে পরিবেশ বান্ধব আইপিএম পদ্ধতি উদ্ভাবনের গবেষণার উপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এক্ষেত্রে সবজি ও ফলের বেশ কয়েকটি ফসলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে যা মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

বারি উদ্ভাবিত আইপিএম প্রযুক্তি

জিএমও ফসলের উপর গবেষণা

রোগবালাই প্রতিরোধী এবং প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে এমন জাত উদ্ভাবনে Biotechnology গবেষণার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেয়া হয়েছে। বিএআরআই কর্নেল ইউনির্ভাসিটির সহযোগীতায় ইতোমধ্যে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী Bt Brinjal এর ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন করেছে। অচিরেই বেগুনের এসব জাত কৃষক পর্যায়ে চাষের জন্য অবমুক্ত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া আলুর নাবী ধ্বসা রোগ প্রতিরোধী rb gene সমৃদ্ধ ট্রান্সজেনিক আলুর জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিটি বেগুন **সাধারণ বেগুন**

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় গবেষণা

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান জলবায়ূ পরিবর্তন সংক্রান্ড় ফসল উৎপাদন সমস্যা যথা- লবনাক্ততা, উষ্ণতা, খরা, ভূ-গর্ভস্ড় পানির সমস্যা ও বন্যা প্রভৃতি বিষয় ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বিএআরআই ফসলের প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী বেশ কয়েকটি জাত উদ্ভাবন করেছে যার মধ্যে বারি গম ২৫, বারি গম ২৬, বারি গম ২৭, বারি গম ২৮, বারি আলু ২৮, বারি সরিষা ১১, বারি সরিষা ১৬, বারি তিল ৪, বারি মুগ ৬, বারি ছোলা ৯ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল জাত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলয় কার্যকর ভুমিকা রাখবে।

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি

আগামী দিনের বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্যনিরপিত্তা নিশ্চিত করতে নিবিড় ফসলধারা উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম চলছে। বছরে একই জমি থেকে ২-৩টি ফসলের জায়গায় কিভাবে ৪ টি ফসল আবাদ করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা জোরদার করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যা দেশের ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখবে।

ফসলধারাঃ রোপা আমন - সরিষা - বোরো - রোপা আউশ

T.aman (BINA dhan-7)

Mustard (BARI Sarisha-14)

Boro (BRRI dhan-28)

T.aus (Parija)

ফসলধারাঃ রোপা আমন - আলু - বোরো - রোপা আউশ

T.aman (BINA dhan-7)

Potato (Diamont)

Boro (BRRI dhan-28)

T.aus (Parija)

ফসলধারাঃ রোপা আমন - সরিষা - মুগ - রোপা আউশ

T.aman (BINA dhan-7)

Mustard (BARI Sarisha-15)

Mungbean (BARI Mung-6)

T.aus (Parija)

নতুন বিভাগ সৃষ্টি

কৃষি গবেষনার ক্ষেত্রে আইসিটির প্রয়োগ, তথ্যসেবা নিশ্চিত করণ ও বর্তমান সরকারের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমাস সরকরের সময়ে বিএআআরআই তে ASICT (Agricultural Statistics & Information Communication Technology) নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কম্যুনিকেশন টেকনোলজির সফল প্রয়োগ নিশ্চিত হচ্ছে এবং তথ্য সরবরাহ সহজতর হচ্ছে। একইভাবে বর্তমান সরকারের সময়ে অত্র ইনস্টিটিউটে Crop Physiology নামে আর একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। এই বিভাগ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রকাশনা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণার পাশাপাশি উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ যথাসময় ও যথাযথভাবে কৃষকসহ সকল ব্যবহারকারীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য নানা রকম প্রকাশনা প্রকাশ করে থাকে। ‘কৃষি প্রযুক্তি হাতবই’ একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। এই পুস্তকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সকল প্রযুক্তি প্যাকেজ আকারে গ্রন্থিত হয়েছে। একজন কৃষক বা অন্য যে কোন ব্যবহারকারী সহজেই গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বইটির ৫ম সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেন। বইটি সকল সংসদ সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১২০০০ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯ সালে বইটির ১ম প্রকাশ ঘটে। এছাড়া, বিভিন্ন প্রকার ম্যানুয়াল, ফোল্ডার, বুকলেট, মনোগ্রাফ ও অন্যান্য প্রকাশনার মাধ্যমে Stake holders দের তথ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। নিয়মিত রেডিও ও টেলিভিশন টকের মাধ্যমেও তথ্য সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ জার্নালটি বছরে ৪টি এবং বারি সংবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

বর্তমান সরকারের সময়ে প্রায় দুই শতাধিক বিজ্ঞানী দেশে বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় (এম এস/ পিএইচ ডি) নিয়োজিত রয়েছেন। একইভাবে প্রায় চার শতাধিক বিজ্ঞানী বিভিন্ন বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহন করেছেন । দেশে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ফলে গবেষণার মান আরও উন্নত হবে।

জাতীয় প্রকল্প

বর্তমান সরকারের সময়ে বিএআরআই তে ২৫টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। দীর্ঘমেয়াদী এসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় গবেষণা অবকাঠামোসহ গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়ক হবে। আইসিটি, মলিকুলার ব্রীডিং, বায়োটেকনোলজী, টক্সিকোলজী, পিজিআরসি,

এফএমপিই, আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র এবং ল্যাবসহ বিভিন্ন অবকাঠামো স্থাপন ও উন্নয়নের ফলে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জনবল নিয়োগ ও কর্মসংস্থান

বর্তমান সরকারের আমলে ১ম শ্রেণীর ২০৪ জনসহ মোট ৪৩৮ জনকে বিএআরআই তে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নতুন জনবল নিয়োগের ফলে গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিএআরআই পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ১ মার্চ ২০১২খ্রিঃ তারিখে বিএআরআই পরিদর্শন কৃষি ও কৃষকের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধেরই পরিচয় বহন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্ব-প্রণোদিত হয়ে ১ মার্চ ২০১২খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তাঁর সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব শওকত মোমেন শাহজাহান এমপি, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব এ্যাডভোকেট মোজাম্মেল হক এমপি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব জাহিদ আহসান রাসেল এমপি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১ মার্চ, ২০১২খ্রী তারিখে বিএআরআই পরিদর্শন করেন

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার (স্বর্ণ পদক) ১৪১৭ লাভ

উদ্যানতত্ত্ব ফসলের উপর গবেষণা করে শাক সব্জী ও ফল উৎপাদনে বিশেষ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বিএআরআই গত ২৯ এপ্রিল ২০১২খ্রিঃ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার (স্বর্ণ পদক) ১৪১৭ অর্জন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার (স্বর্ণ পদক) ১৪১৭ গ্রহন করছেন ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বিএআরআই (২৯ এপ্রিল ২০১২)